একাকিত্ব বনাম নিঃসঙ্গতা

মুকুল নিয়োগী

ফেব্রুয়ারি মাস। বাংলার কী মাস হবে? এই একটা ব্যাপারে বাঙালি হয়েও ভীষণ ভাবে আমাদের গুলিয়ে যায়। পাশাপাশি বাংলার কী মাস হবে? মাঘ না ফাল্গুন? তবে শীত-শেষের অপরাহ্ন। আকাশে তখনও খানিকটা রোদ্দুর এবং আবহাওয়ায় কিছুটা ঠান্ডা ভাব থাকবার কথা। কিন্তু সেদিন আকাশে এই সময়ে ছিল মেঘ আর আবহাওয়া এমন ছিল যে সোয়েটারটা গা থেকে খুলে ফেলতে হলো। স্থান, বইমেলা। আমরা, মানে লিট্‌ল ম্যাগাজিন সংস্থাগুলির মধ্যে আমরা এবারে বেশ ভাগ্যবান। আমাদের স্টলের জন্য কর্তৃপক্ষ এমন একটা জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যেটা একেবারেই কর্ণারে, এবং যেখানে থেকে বসে বসেই গেটের বাইরের রাস্তা পর্যন্ত দেখা যায়।

ব্যাগের চেইন খুলে বইগুলো টেবিলে সাজিয়ে ফেলার কাজটা যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় সেরে ফেলতে চেষ্টা করছি। আমাদের পাশের ষ্টলে জায়গা পেয়েছে জাহিদ আনোয়ার, বাংলাদেশ থেকে এসেছে তাঁর পত্রিকা 'অঞ্জলি লহ মোর' আর স্ত্রী ফাহমিদা জেরিনকে নিয়ে। আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখেই মনে হলো সুখী দম্পতি। আমার দিকে তাকিয়ে জেরিন হালকা হাসির সংগে উচ্চারণ করলো, 'দাদা টেবিল তো সাজাচ্ছেন, ওদিকে আকাশের অবস্থা দেখেছেন। এক্ষুনি বৃষ্টি নামবে মনে হচ্ছে। জলে সব ভিজে না যায়'। জেরিং জলে ভিজে যাবার কথা বলতেই, হঠাৎ মনে হ'লো, ও পানি না বলে জল বলল, চেষ্টাকৃত এই উচ্চারণে ও কি স্বচ্ছন্দ বোধ করছে? ওরা সব কথার বিশুদ্ধ প্রয়োগ করলেও জলকে অবধারিত ভাবে 'পানি' বলে। আমি একটু কৌতুক করবার জন্যই বললাম, 'আকাশ থেকে জল পড়বে, না আসমান থেকে পানি পড়বে'? জেরিন হাসতে হাসতে বলল আকাশ আর আসমান একই, জল আর পানিও তাই। যেমন ভগবান আর অলল্‌হা। সামান্য দু'একটি কথা বলতে বলতে জেরিন খুব অন্তরঙ্গ হয়ে পড়লো। ওর টিফিন কৌটো থেকে লুচি আর বেগুনভাজা বের করে কাগজের প্লেটে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, বোধ করলাম। বললাম, আমি কিন্তু কোন খাবারই আনি নি যা তোমাদের দিতে পারি, বরং আমার এলাকা এই ছড়ার বইটা উপহার দিচ্ছি। হয়তো ভালো লাগবে। এইবার আনোয়ার এগিয়ে এল বুকে জড়িয়ে ধরলো আমাকে। 'দাদা ভারি সুন্দর কথা বলেন তো, আপনাকে দেখেই আমার এতো ভালো লেগে গেছে, না জানি বউদি আপনাকে কতোটা ভালবাসে, কি ভাবে ভালোবাসে?

ইতিমধ্যেই দোকানে খরিদ্দারের যাওয়া আসা শু হওয়াতে আনোয়ারের আলিঙ্গনপাশ থেকে মুক্ত হয়ে নজর দিতে হলো ক্রেতাদের দিকে। প্রথম বিক্রিটা মন্দ হলো না। তেত্রিশ টাকার বই বিক্রি করে সূচনা করা গেল সেদিনের। ওদিকে আকাশের অবস্থা কড়া অভিভাবকের মতো, কেবলমাত্র ধমক দিয়েই শাসনকার্য চালিয়ে গেল, গায়ে হাত তুলতে হ'লো না। অর্থাৎ এক ফোঁটাও বৃষ্টি না হয়ে কেবল মাত্র মুখ-ভার করা আকাশের তর্জন গর্জনও একসময়ে সমাপ্ত হলো। বৃষ্টির হাত থেকে আমি বেঁচে গেলাম। আনোয়ার-জেরিনও বেঁচে গেল।

পরদিন আনোয়ার-জেরিনদের জন্য এক বাক্স জয়নগরের মোয়া নিয়ে গিয়ে জেরিনের হাতে তুলে দিয়ে বললাম, তোমার মতো ঘরের খাবার নিয়ে আসতে পারিনি। অবশ্য কলকাতার জয়নগরের মোয়া তোমরা বাংলাদেশে পাবে না। খেয়ে দেখো নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। জেরিন হাত বাড়িয়ে বাক্সটা নিতে নিতে বলল, 'কাল আপনাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। ওই যে জলের কথা কাল বলছিলেন, অনেক অনেক জল যেখানে আছে, সমুদ্র। সমুদ্র আমার দেখা হয় নি। এরপর কলকাতায় এলে আপনার সঙ্গে সমুদ্র দেখতে যাবো, দীঘায় নয়, পুরীতে। শুনেছি পুরীর সমুদ্রের অপূর্ব দৃশ্য। আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন তো? বললাম নিশ্চয় যাবো, তোমরা সেই বাংলাদেশ থেকে আসবে, আর আমি কলকাতা থেকে তোমাদের সঙ্গে যেতে পারবো না? জেরিন বাক্স খুলে জয়নগরের মোয়া বার করে আনোয়ারের হাতে দিয়ে নিজেও খেতে খেতে বললো, দান স্বাদ কিন্তু দাদা। বউদিকে এতোই ভালোবাসেন যে আগুনের আঁচের কাছেও যেতে দেন না। তার হাতের খাবারের স্বাদ কিন্তু পেলাম না। আমার গলায় জয়নগরের মোয়া আটকে গেল। অতি কষ্টে গিলে বললাম, আগুনের আঁচের ভেতরেই তোমাদের বউদি চিরকালের মতো জ্বলে গেছে। তাঁকে পাঁচবছর আগে দাহ করে এসেছি। আনোয়ার জেরিন দু'জনেই ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে বললো, না জেনে আঘাত দিয়েছি। দাদা কিছু মনে করবেন না। আপনার সংসারে এখন কে আছেন? উত্তরে বললাম, একমাত্র কন্যা। তারও বিয়ে হয়ে গেছে একবছর আগে। 'আহারে, আপনি এখন সম্পূর্ণ একা। তো খাওয়া দাওয়া রান্নাবান্না কে করেন?' তার জন্য লোক আছে সেই সব ব্যবস্থা করে। জেরিন সহানুভূতিতে দ্রব হয়ে বললো একটি মাত্র সন্তান থাকবার এই অসুবিধে। আমি বললাম, তোমরা তো দুজনেই ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছো, তোমাদের বাড়িতে এখন কে আছে? আমাদের বাড়িতে এখন কেউ নেই, শাশুড়ি দেওরের কাছে ঢাকায় থাকেন, ননদের বিয়ে হয়ে গেছে। আমি বললাম, ছেলেমেয়েরা কোথায়? জেরিন গতকাল আমারই দেওয়া ছড়ার বইটার ওপরে হাত বুলোতে বুলোতে বললো, ছড়ার বই পড়তে আমার খুব ভালো লাগে। অথচ এই বই পড়বার মতো কোন বাচ্চা আমার ঘরে নেই। আমাদের কোন ছেলেমেয়ে নেই, হয়নি, হয়তো হবেও না কোনদিন।' আমার একাকিত্বে জেরিন সহানুভূতি জানালেও ওর নিঃসঙ্গতার কথা জেনেও আমি কিছুই বলতে পারলাম না।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com